উসওয়াতুল লিল আলামিন

ড. রাগিব সারজানি

উসওয়াতুল লিল আলামিন

অনুবাদ
শামীম আহমাদ

মাকতাবাতুল হাসান

উসওয়াতুল লিল আলামিন
মূল গ্রন্থ : أسوة للعالمين
প্রথম প্রকাশ : রবিউল আউয়াল-১৪৪২/নভেম্বর-২০২০
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - quickkcart.com - wafilife.com
ISBN : 978-984-8012-63-5
Web : maktabatulhasan.com

মূল্য : ৯৮০/- টাকা মাত্র

Uswatul Lil Alamin
Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com fb/Maktabahasan

* * *

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا﴾

বস্তুত রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ—এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। [সুরা আহযাব : ২১]

* * *

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূচি

ভূমিকা ১৩

প্রথম অধ্যায়

মানুষ হিসেবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-২১

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিশ্চয় আপনি সর্বোন্নত চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী-২৩

প্রথম অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ-এর চারিত্রিক গুণাবলির পূর্ণতা ২৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ-এর সততা ৩৩
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ-এর দয়া ও অনুগ্রহ ৪১
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ-এর ন্যায়পরায়ণতা ৪৯
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ-এর দানশীলতা ৫৭
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ-এর সাহসিকতা ও বীরত্ব ৬৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ-৭৫

প্রথম অনুচ্ছেদ : স্ত্রীদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ ৭৭
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বংশধরদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ ৮৩
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : সাহাবিদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ ৮৯
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সৈনিকদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ ৯৫
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : অপরিচিতদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ ১০৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিভিন্ন প্রকার অধিকার-১১১

প্রথম অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ ও মানবাধিকার ১১৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ ও নারী অধিকার.....১২১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ ও শিশু অধিকার ১২৯
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ ও শ্রমিক অধিকার.....১৩৫
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ ও অসুস্থ-প্রতিবন্ধীদের অধিকার ১৪১
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ ও এতিম-মিসকিন-বিধবাদের অধিকার ...১৪৭
সপ্তম অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ ও প্রাণী অধিকার ১৫১
অষ্টম অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ ও পরিবেশ অধিকার ১৫৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের প্রমাণ-১৬৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

চিরন্তন মুজিজা (কুরআনুল কারিম)-১৬৭

প্রথম অনুচ্ছেদ : ভাষা ও বর্ণনার অলৌকিকতা.....১৭১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : আইনপ্রণয়নে অলৌকিকতা ১৯৩
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা ২১৩
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ইতিহাস বর্ণনায় অলৌকিকতা ২৩৫
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ভবিষ্যৎ বর্ণনায় অলৌকিকতা.....২৪১
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : মনস্তাত্ত্বিক অলৌকিকতা ২৪৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথামালা তাঁর নবুয়তের প্রমাণ-২৬৭

প্রথম অনুচ্ছেদ : ভবিষ্যদ্‌বাণীর অলৌকিকতা ২৬৯
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা ২৭৫
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বর্ণনারীতির অলৌকিকতা ২৮১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমস্যা সমাধানে নববি পদ্ধতি-২৮৭

প্রথম অনুচ্ছেদ : সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নির্মূলে নবীজি ﷺ ২৮৯
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনে নবীজি ﷺ..... ৩০১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মাদক ও নেশাদ্রব্য প্রতিরোধ-প্রতিকারে নবীজি ﷺ ..৩০৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচার তাঁর নবুয়তের প্রমাণ-৩২১

প্রথম অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ-এর দুনিয়াবিমুখতা ৩২৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ-এর ইবাদত-বন্দেগি ৩৩১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : উম্মতের প্রতি নবীজি ﷺ-এর দরদ.....৩৩৭
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ-এর স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন জীবন ৩৪৩
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : নবীজি ﷺ-এর নিরক্ষতা.....৩৫১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ধর্মীয়গ্রন্থে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা-৩৫৯

প্রথম অনুচ্ছেদ : প্রাচীন ধর্মীয়গ্রন্থে নবীজি ﷺ-এর ব্যাপারে ভবিষ্যদ্‌বাণী..৩৬১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : তাওরাতে নবীজি ﷺ-এর আগমনের সুসংবাদ ৩৬৯
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ইনজিলে নবীজি ﷺ-এর আগমনের সুসংবাদ..... ৩৭৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্যসমূহ-৩৮৭

প্রথম অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্য..... ৩৮৯
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সাহাবিগণের সাক্ষ্য ৩৯৫
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সাক্ষ্য ৪০৭
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সামসময়িক অমুসলিমদের সাক্ষ্য ৪১৩
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : সুবিবেচক পশ্চিমাদের সাক্ষ্য.....৪২৩
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : বাস্তবতার সাক্ষ্য..... ৪২৯

তৃতীয় অধ্যায়

অমুসলিমদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পূর্ববর্তী নবীগণ-৪৪১

প্রথম অনুচ্ছেদ : নবী-রাসুলদের বিষয়ে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি ৪৪৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের ব্যাপারে নবীজি ﷺ-এর দৃষ্টিভঙ্গি...৪৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুদ্ধহীন অবস্থায় অমুসলিমদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ-৪৫৭

প্রথম অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ..... ৪৬১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মদিনার সংখ্যালঘু অমুসলিমদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ .৪৭১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : অমুসলিম এলাকা ও রাষ্ট্রের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ..... ৪৭৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অমুসলিমদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি-৪৮৭

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইহুদিদের সাথে নবীজি ﷺ-এর সন্ধিচুক্তি ৪৮৯
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : খ্রিষ্টানদের সাথে নবীজি ﷺ-এর চুক্তিসমূহ.....৪৯৯
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের সাথে নবীজি ﷺ-এর চুক্তিসমূহ ৫০৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অমুসলিমদের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ-জিহাদ-৫২৩

প্রথম অনুচ্ছেদ : যুদ্ধাবস্থায় ও যুদ্ধের পরে নবীজি ﷺ-এর আচরণ.....৫২৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : যুদ্ধবন্দিদের সাথে নবীজি ﷺ-এর আচরণ ৫৪৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কিছু সংশয় ও তার নিরসন-৫৫৯

প্রথম অনুচ্ছেদ : কামপ্রবণতা ও একাধিক স্ত্রীগ্রহণের অভিযোগ ৫৬১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম প্রসারের অভিযোগ.....৫৭১
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : দাসপ্রথা বহাল রাখার অভিযোগ.....৫৭৯
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সূত্রে কুরআন রচনার অভিযোগ..৫৮৯
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : বদর যুদ্ধের সময় কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলায় আক্রমণের অভিযোগ.....৬০৩
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : ইহুদিদের প্রতি জুলুমের অভিযোগ.....৬১৩

শেষ কথা-৬৩১

পরিশিষ্ট-৬৩৭

মানচিত্র সূচি

মানচিত্র নং-১ : হুনাইন যুদ্ধ (৮ হিজরি).....৭১
মানচিত্র নং-২ : খন্দক যুদ্ধ (শাওয়াল ৫ হিজরি) ১০১
মানচিত্র নং-৩ : বিশ্বে মুসলমানদের হার ৪৩১
মানচিত্র নং-৪ : বিশ্বের রাজা-বাদশাদের প্রতি রাসুল ﷺ-এর পত্রসমূহ. ৪৮৪
মানচিত্র নং-৫ : ইহুদিদের সাথে রাসুল ﷺ-এর সন্ধিচুক্তি.....৪৯১
মানচিত্র নং-৬ : খ্রিষ্টানদের সাথে রাসুল ﷺ-এর সন্ধিচুক্তি ৫০০
মানচিত্র নং-৭ : মুশরিকদের সাথে রাসুল ﷺ-এর সন্ধিচুক্তি.....৫০৯

চিত্র সূচি

চিত্র নং-১ : আল-কুরআনে বর্ণিত চারিত্রিক গুণাবলি ৪৩
চিত্র নং-২ : আল-কুরআনে বর্ণিত নবীগণের নাম ৪৪৭
চিত্র নং-৩ : আল-কুরআনে 'শান্তি' ও 'যুদ্ধ' শব্দদ্বয় ৪৫৭
চিত্র নং-৪ : রাজা-বাদশাদের নিকট রাসুল ﷺ-এর প্রেরিত পত্রাবলি ..৪৮২

ভূমিকা

إِنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُ بِهِ، وَنَسْتَهْدِيْهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، إِنَّهُ مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ.أَمَّا بَعْدُ...

আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ রিসালাতের মাধ্যমে জগতের সকল মানুষকে সম্মানিত করেছেন। তিনি এই রিসালাত দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। যেমনটি তিনি তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেছেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا﴾

এবং (হে নবী,) আমি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি। [সুরা সাবা : ২৮]

আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি সকল মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখান। যেন তাদেরকে বের করেন মানুষের ইবাদত থেকে মানুষের স্রষ্টার ইবাদতের দিকে, বহু ধর্মের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি থেকে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার দিকে এবং জাগতিক সংকীর্ণতা কাটিয়ে সুপ্রশস্ত এক জীবনযাত্রার পথে। ফলে তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রকৃত অর্থেই মানবজাতির রক্ষাকারী হওয়ার যোগ্য হয়েছেন এবং হয়ে উঠেছেন পৃথিবীবাসীর জন্য শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি ব্যাপক, সর্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান নিয়ে এসেছেন। যে ব্যক্তি এ বিধান অনুসরণ করবে, সে সফলতা অর্জন করবে এবং নিজের মাঝে অনুভব করবে এক অনাবিল শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা। কেননা এটি স্রষ্টাপ্রদত্ত এমন এক বিধান, যা মানুষের সুস্থ স্বভাবের অনুগামী এবং মানবচাহিদার আত্মিক ও শারীরিক বিষয়াবলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী।

এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে যেসব বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছেন, সেগুলো তিনি এমন অনন্য পদ্ধতি এবং পবিত্র পন্থায় সমাধান করেছেন, যা আমাদের সামনে খুলে দিয়েছে মানুষের সাথে আচার-ব্যবহার এবং পারস্পরিক সম্পর্ক-সৌহার্দ্যের শিষ্টাচারের বিশাল ভান্ডার। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা অথবা কাজ, উত্তম চরিত্র এবং উন্নত শিষ্টাচারের শীর্ষচূড়া স্পর্শ করেছে এবং মানবীয় গুণাবলির পূর্ণতার সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেছে। এমনকি, যেসব বিষয়ে মানবিক চরিত্র অক্ষুণ্ন রাখা কঠিন, সেখানেও তিনি সামান্যতম বিচ্যুত হননি। বরং সেখানেও তিনি তাঁর উত্তম আদর্শ স্থাপন করেছেন—যেমন একজন প্রভাবশালী নেতা হিসেবে যুদ্ধ ও রাজনৈতিক বিষয়াবলিতে; জালেম এবং ফাসেকদের সাথে আচরণে। এমনকি আদর্শ ধরে রেখেছেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফের এবং শত্রুতা পোষণকারী আক্রমণোদ্যত ব্যক্তিদের সাথেও। এইসব জটিলতম বিষয়েও তিনি নিজের চারিত্রিক অনন্যতা বজায় রেখেছেন। একইভাবে তিনি আদর্শ ছিলেন বিনয় ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে, যথাযথ ব্যক্তিদের অধিকার প্রদান এবং বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ পিতা, আদর্শ স্বামী এবং উত্তম বন্ধু ও ভালো সঙ্গী। বিষয়টিকে আমরা তাঁর বাণী থেকে বুঝতে পারি। তিনি বলেন,

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ»

আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে চরিত্রমাধুর্যের পূর্ণতা প্রদানের জন্য।[১]

বাস্তবতা হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবন এত মহান গুণে ভরপুর ছিল যে, যেগুলো কখনো গুনে শেষ করা যাবে না। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, কুরআনে বর্ণিত অসাধারণ আদর্শিক বিধানগুলো বাস্তবেও প্রয়োগযোগ্য এবং সেগুলো সকল মানুষের জীবনে সমানভাবে বাস্তবায়নের উপযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি হেদায়েত পেতে চায়, তার জন্য এগুলো স্পষ্ট প্রমাণ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ছিল আল্লাহর প্রতিটি হুকুমের বাস্তব ও প্রায়োগিক

---

১. *মুসতাদরাকে হাকেম* : ৪২২১।

ব্যাখ্যা। হজরত আয়েশা রা.[২] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে সত্য ও যথার্থ বলেছেন, তিনি বলেছেন,

«فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ»

কুরআনই ছিল আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র।[৩] উল্লিখিত এ সকল বিষয় তাঁর নবুয়তের সত্যতা এবং তাঁর রিসালাতের পূর্ণতার প্রমাণ বহন করে।

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিদের জন্য ছিলেন শ্রেষ্ঠতম আদর্শ এবং উত্তম দৃষ্টান্ত। এ কারণে তাঁর প্রতি তাদের হৃদয়ে জন্মেছিল গভীর ভালোবাসা। যে কারণে তাদের প্রত্যেকেই এ আকাঙ্ক্ষা লালন করতেন যে, প্রয়োজনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দেবেন, কিন্তু তিনি যেন সামান্য কাঁটা বিদ্ধও না হন।[৪] এভাবেই তিনি তাদের অস্তিত্বে এবং তাদের অন্তরে জীবন্ত হয়ে বেঁচে ছিলেন। তাঁর প্রতি সাহাবিদের এই অনন্যসাধারণ ভালোবাসাও তাঁর নবুয়তের সত্যতার মজবুত প্রমাণ বহন করে। আমাদের আজকের এ পৃথিবী যে নানারকম জটিল সমস্যা ও সংকটের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, এসবের সমাধান ও নিরাময়ে আমাদের আজ তাঁর হেদায়েত, পথ ও পদ্ধতির অনুসরণই একমাত্র অবলম্বন!

আমরা এ গ্রন্থে এমন কিছু দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি, যেগুলো সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতা, তাঁর রিসালাতের পূর্ণতা এবং তাঁর

---

২. উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক রা.। দুনিয়া ও আখিরাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। তিনি নবীজির খুবই প্রিয় একজন স্ত্রী ছিলেন। আলেম ও জ্ঞানী সাহাবিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ৫৮ হিজরি সনে ইনতেকাল করেন। সূত্র : ইবনে হাজার আসকালানি কৃত *আল-ইসাবা*: জীবনী নং : ১১৪৪৯ এবং ইবনুল আছির : *উসদুল গাবাহ* : ৬/১৯১।

৩. *সহিহ মুসলিম* : ৭৪৬, *সুনানে আবু দাউদ* : ১৩৪২, *সুনানে নাসায়ি*: ১৬০১ *মুসনাদে আহমাদ* : ২৪৬৪৫।

৪. হজরত আবু সুফিয়ান রা.-কে হজরত যায়েদ বিন দাসিনা রা. বলেছিলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্থানে আছেন, তিনি সেখানেই থাকবেন আর তাঁকে একটি কাঁটাও কষ্ট দেবে আর আমি আমার পরিবারের নিকট নিরাপদে অবস্থান করব, এটাও আমাকে সন্তুষ্ট করবে না। সূত্র : ইবনে হিশাম : *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* : ২/১৭২, সালেহি শামি : *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ* : ৬/৪২, ১১/৪৩১।

অনন্যসাধারণ মহান ব্যক্তিত্ব। এ বিষয়ে অতি চমৎকার লিখেছেন ফরাসি প্রাচ্যবিদ এমিল ডারমেনহেম (Emile Dermenghem)[৫]। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক নবীর জন্যই তাঁর নবুয়তের সত্যতার ব্যাপারে এক বা একাধিক প্রমাণ ছিল। আর তাঁর জন্যও এমন কোনো মুজিজা বা অলৌকিকতার প্রয়োজন ছিল, যেটা দিয়ে তিনি অন্যদের চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন... সেই ধারাবাহিকতায় কুরআন হলো নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি প্রধানতম মুজিজা। সুতরাং এটার বিস্ময়কর বিন্যাস এবং আলোচনার শক্তিমত্তা কখনো নিষ্প্রভ হবে না।... আমাদের আজকের দিনেও কুরআনের পাঠককে এ দুটি বিষয় (বিস্ময়কর বিন্যাস এবং আলোচনার শক্তিমত্তা) দারুণভাবে প্রভাবিত করে, এমনকি তারা যদি ধার্মিক ও ইবাদতকারী নাও হয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ এবং জিন সকলকেই এই কুরআনের অনুরূপ কিছু উপস্থাপন করতে চ্যালেঞ্জ করেছেন। এই চ্যালেঞ্জটিই ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সত্যতার ওপর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ।... আর এ ক্ষেত্রেও কোনো সন্দেহ নেই যে, তার প্রতিটি আয়াত, সেটা যদি রাসুলের জীবনের ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ের দিকেও ইশারা করে থাকে, সেখানেও এমন বিস্ময়কর যৌক্তিক ব্যাখ্যা এসেছে, যা অন্তরকে সম্পূর্ণভাবে নাড়িয়ে দেয়। নিঃসন্দেহে এখনো আবশ্যকতা রয়েছে তাঁর প্রায়োগিক কার্যাবলি এবং তাঁর বিপুল সফলতা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণার।'[৬]

তিনিই হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি ছিলেন সমগ্র জগতের জন্য মহান আল্লাহ তাআলার রাসুল ও বার্তাবাহক। তিনি সারা জীবন মানুষদের পথ দেখিয়েছেন কল্যাণ ও নিরাপত্তার দিকে, শান্তি, স্বস্তি ও প্রশান্তির দিকে। আসুন, আমরা গোটা বিশ্বকে তাঁর বিষয়ে অবগত

---

৫. এমিল ডারমেনহেম (Emile Dermenghem)। ফরাসি প্রাচ্যবিদ। 'আলজেরিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগার'-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার বিখ্যাত রচনা হলো, *হায়াতু মুহাম্মাদ* (১৯২৯ খ্রি.)। প্রাচ্যবিদরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যা লিখেছে, সেগুলোর মধ্যে এটি একটি খুবই সূক্ষ্ম ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। তার আরেকটি রচনা হলো, *মুহাম্মাদুন ওয়াস সুন্নাতুল ইসলামিয়া*। এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বহু প্রবন্ধ ও কলাম লিখেছেন। অধিক তথ্যের জন্য দেখুন, নাজিব আকিকি (نجيب العقيقي), *আল-মুসতাশরিকুন* : ১/৩৪৮।

৬. এমিল ডারমেনহেম : *হায়াতু মুহাম্মাদ* : ১৯৫।

করি, অভিনব উপায়ে সচেতন চিন্তা লালন করে এবং সমগ্র মানবজাতির হেদায়েতের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প নিয়ে।

আলোচনার পদ্ধতি :

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আমাদের যুগের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে। অবশ্য শুধু আমাদের যুগই বলি কেন, এটা বরং সকল যুগের জন্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি, আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত বা জীবনচরিতে অনেকরকম বিকৃতি ও বানোয়াট বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। অনেক বিষয়ে সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। পরিণামে সেগুলো শুনে বা পড়ে আজ অনেক বিবেকবান মানুষ বিচলিত ও বিতৃষ্ণা বোধ করেন। বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিমের যে সকল মানুষ আগে থেকে নবীজির ব্যাপারে তেমন অবগত ও অবহিত নয়।

সুতরাং আজকের এই গ্রন্থের আলোচনা ও পর্যালোচনা শুধু মুসলমানদের তাদের নবীর পরিচয় প্রদান এবং তাঁর নবুয়তকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করার ওপর সীমাবদ্ধ নয়, বরং এ গ্রন্থটি সন্নিবেশিত হয়েছে মুসলিম-অমুসলিম সকলের উপকারের দিকটি বিবেচনায় রেখে। কেননা, পূর্ণতা ও স্বচ্ছতায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও জীবনাচার সমগ্র বিশ্বের জন্যই একটি উত্তম ও অনুসরণীয় আদর্শ।

আমি গ্রন্থটি রচনার সূচনার দিকে আশা করেছিলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতা এবং তাঁর মানবিকতা প্রকাশক সকল বিষয় এখানে লিপিবদ্ধ করব। কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারি, এটি একটি অসম্ভব চিন্তা। কেননা এগুলোর খুঁটিনাটি সকল বিষয় উল্লেখ করতে চাওয়ার অর্থ হলো, তাঁর জীবনের প্রতিটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা–তাঁর জন্মের দিন থেকে নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সকল বিষয়। কারণ তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি ক্ষেত্র এবং প্রতিটি আচার-আচরণ তাঁর নবুয়তের সত্যতাকে প্রস্ফুটিত করে তোলে।

অতএব এর সমাধান হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, যে বিষয়গুলো আমাদের আলোচনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, আমি শুধু সেগুলোই তুলে ধরব। এজন্য আমি এমন কিছু উদাহরণ ও নমুনা সন্নিবেশিত করেছি, যেগুলো অতি দৃঢ়তার সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা, তাঁর মহত্ত্ব এবং তাঁর নবুয়তকে প্রমাণিত করে।

বলাবাহুল্য, আমাদের এই গ্রন্থ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিছক সিরাত বা জীবনচরিত উল্লেখ করার জন্য নয়; বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো, তাঁর জীবনের মহত্ত্বপূর্ণ কিছু দিকের ওপর অবগতি লাভ করা। তাঁর দয়া, মমতা ও মহানুভবতার কিছু দিগন্ত উন্মোচিত করা। তাঁর নবুয়তের সত্যতার ওপর যৌক্তিক এবং জাগতিক প্রমাণগুলো উপস্থাপন করা এবং সেগুলোর সাথে শরিয়তের দলিলের সমন্বয় ও সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাঁর সম্পর্কে অন্যায়ভাবে পশ্চিমা মিডিয়াগুলোতে প্রচারিত সন্দেহ ও সংশয়গুলোকে অপসারিত করা।

কখনো কখনো নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট উৎস ও উপকরণের স্বল্পতার কারণে গ্রন্থরচনা করতে অনেক কষ্টস্বীকার করতে হয়। কিন্তু এই গ্রন্থের ক্ষেত্রে ঘটেছে তার ব্যতিক্রম। এখানকার কষ্টটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কারণ, এই গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে আমাকে সবচেয়ে বড় যে অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়েছে তা হলো, দৃষ্টিকে আনন্দিত ও আকর্ষিত করার মতো এ বিষয়ের উৎস, উপকরণ ও লিখিত জ্ঞানের প্রাচুর্য ও বিশালায়তন। বহু মুসলিম আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব; এমনকি বহু অমুসলিম পণ্ডিতের হাতেও এই বিষয়ে হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের গুণাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছে। তাঁর জীবনের সকল দিকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও বিবৃত ও বিধৃত হয়েছে। তিনি ব্যতীত জগতের আর কোনো মানুষের জীবনী নিয়ে এমনটি হয়নি, কখনো হবেও না।

গ্রন্থ ও উৎসের এই প্রাচুর্যের কারণে উৎসগুলোর ওপর নির্ভর করার ক্ষেত্রে আমি নিজের জন্য একটি মৌলিক নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে নিয়েছি। যথা :

১. কুরআনুল কারিমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সত্যতা, নবুয়তের প্রমাণ ও তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে যে সকল আয়াত বর্ণিত হয়েছে মৌলিকভাবে সেগুলোর ওপর নির্ভর করা হয়েছে। আয়াতগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুধাবনের জন্য নির্ভর করা হয়েছে গ্রহণযোগ্য তাফসিরগ্রন্থসমূহের ওপর। যেমন *তাফসিরে তাবারি*, *তাফসিরে ইবনে কাছির*, *তাফসিরে কুরতুবি*। এ ছাড়া প্রয়োজন অনুপাতে আরও বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তাফসিরগ্রন্থ থেকেও সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

২. তারপর যথাসাধ্য বিশুদ্ধ হাদিস উপস্থাপনে নির্ভর করা হয়েছে নির্ভরযোগ্য হাদিসগ্রন্থগুলোর ওপর। যেমন *বুখারি*, *মুসলিম*। এরপর নির্ভর করা হয়েছে সুনানগুলোর ওপর। যেমন *সুনানে তিরমিজি*, *সুনানে নাসায়ি*, *সুনানে আবু দাউদ*, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, *সুনানে বাইহাকি* ইত্যাদি। এভাবে নির্ভরযোগ্য মুসনাদগুলো থেকেও বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে, বিশেষ করে *মুসনাদে আহমাদ* থেকে।

৩. এরপর নির্ভর করেছি মাগাজি, সিরাত, দালায়েল এবং শামায়েল গ্রন্থসমূহের ওপর। এ ধরনের অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তাতে উল্লেখিত বর্ণনার সংখ্যাও প্রচুর। কিন্তু সেগুলোর ত্রুটি হলো, সেগুলোয় অসংখ্য দুর্বল বর্ণনাসহ অনেক ভিত্তিহীন বর্ণনাও রয়েছে। এ কারণে এ সকল গ্রন্থ থেকে কোনো বর্ণনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমার অনুসৃত রীতি ছিল এমন: যে গ্রন্থগুলোয় বিশুদ্ধ সিরাত বর্ণনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, সেখানে তা আছে কি না; অথবা যে-সকল সিরাত রচয়িতা নিজেদের গ্রন্থে দুর্বল বর্ণনাসমূহের পর্যালোচনা করেছেন এবং বিশুদ্ধ বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাদের গ্রন্থে তা পাওয়া যায় কি না; বা যে-সকল সিরাতগ্রন্থের ওপর নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণ টীকাটিপ্পনী করেছেন এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে ঘটনাগুলোর সূত্র বের করেছেন, তাতে সেটি আছে কি না তা জানা ব্যতীত আমি কোনো বর্ণনা গ্রহণ করিনি।

৪. যে-সকল ক্ষেত্র বা বিষয়ের কোনো সূত্র আমি পাইনি, সেগুলো আমি এই গ্রন্থে উল্লেখ করিনি।

৫. আবার কিছু ক্ষেত্র বা বিষয় বর্ণনার পর আমি নিজে সেটার টীকা সংযুক্ত করেছি, সেটার সূত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাও উল্লেখ করেছি, যাতে আমরা আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত বুঝতে সক্ষম হই। আর কোনো বিষয়ের ওপর এই টীকা সংযুক্তি কখনো কখনো আমার নিজের চিন্তা ও উদ্ভাবনের ফলে হয়েছে কিংবা আমার বিশেষ কোনো দর্শনের ওপর ভিত্তি করে করেছি অথবা সে সকল আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তির মত ও মন্তব্য উল্লেখ করেছি, যারা এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এ মতটি যেখান থেকে চয়ন করা হয়েছে সেই গ্রন্থের কথাও উল্লেখ করে দিয়েছি।

সেই সাথে এ গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছি কিছু প্রাচ্যবিদ এবং পূর্ব ও পশ্চিমের কিছু অমুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তির বাণী ও বক্তব্য সংযোজনের

মাধ্যমে। সাধারণ মানুষদের জন্য এগুলো একটি শক্তিশালী প্রমাণ। এমনইভাবে গ্রন্থের শেষে একটি বিশেষ সংযুক্তি স্থাপন করেছি, তেমনই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে রচিত মুসলিম কবিদের কিছু কবিতাও সংযোজন করেছি, যেখানে আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে পশ্চিমা কিছু পণ্ডিত লেখকের সাক্ষ্য ও মন্তব্য বিধৃত হয়েছে।

অবশেষে, আমি পাঠক সমীপে ওজর পেশ করছি, আমার অনিচ্ছায় কোনো বিষয় ছুটে গেলে যেমন, আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান কোনো আলোচনা, তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কোনো হাদিস কিংবা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফিকহি বিবরণ ইত্যাদি। বস্তুত ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা মানুষের প্রকৃতি, আর পূর্ণতা শুধু আল্লাহ তাআলার একান্ত গুণ। তবে আমার সান্ত্বনা হলো বিখ্যাত ব্যক্তি ইমাদ ইস্পাহানির[৭] বাস্তবসম্মত এই কথাটি, তিনি বলেন, 'আমি অনেকবার লক্ষ করে দেখেছি, মানুষ আজ কিছু লিখলে আগামীকালই সে বলে, এটা যদি একটু পরিবর্তন করা হতো, তবে ভালো হতো। এখানে যদি একটু বাড়িয়ে দেওয়া হতো, তাহলে সুন্দর হতো। আর এটি যদি একটু আগে আনা হতো, চমৎকার হতো। কিংবা এই বিষয়টি যদি এখান থেকে বাদ দেওয়া হতো, তাহলে সর্বাঙ্গসুন্দর হতো...। বস্তুত এটি মানুষের জন্য একটি বড় শিক্ষণীয় বিষয়। আর এটিই হলো মানবজাতির অসম্পূর্ণতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।'[৮]

---

৭. ইমাদ ইস্পাহানি। পুরো নাম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সফিউদ্দিন ইস্পাহানি। ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদের সময়ে 'দেওয়ানুল ইনশা' বা 'সাহিত্য-সংস্কৃতি' বিভাগে কাজ করেন। তার ইনতেকালের পর তিনি সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির সাথেও পরিচিত হন। তার অনেকগুলো রচনা রয়েছে। যেমন *আল ফাতহুল কুসসি ফি ফাতহিল কুদসি*, *খারিদাতুল কাসর*। পরবর্তী সময়ে তিনি দামেশকেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং সেখানেই ৫৯৭ হিজরি সনে ইনতেকাল করেন। সূত্র, ইমাম যাহাবি : *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৫/২১৪।

৮. কান্নোজি : *আবজাদুল উলুম* : ১/৭০।